সফর মাস

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

তানজিল উর রহমান

সফর মাস

শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

অনুবাদ

তানজিল উর রহমান

কিছু কথা

বক্ষমান পুস্তিকাটি শাইখ মুহাম্মাদ সালিহ আল-মুনাজ্জিদ (আল্লাহ তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করুন) পরিচালিত ইসলাম জিজ্ঞাসা ও জবাব (islamqa.info) নামক ওয়েবসাইটে প্রকাশিত একটি প্রশ্নোত্তরের বাংলা অনুবাদ। ইংরেজি থেকে পুস্তিকাটি অনুবাদ করা হয়েছে। যথাসম্ভব নির্ভুল অনুবাদ করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও অনূদিত পুস্তিকাটিতে অনাকাঙ্ক্ষিত ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। অনুবাদে কোনো ভুল নজরে পড়লে অনুগ্রহপূর্বক আমাকে জানাবেন। আর দ্বীনের খেদমতের স্বার্থে পুস্তিকাটি যথাসম্ভব প্রচার করবেন আশা করি ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টাকে কবুল করুন, এর বিনিময়ে দুনিয়া ও আখিরাতে আমার পথচলা সহজ করে দিন, আমিন।

—অনুবাদক

tanjilurrahman313@gmail.com

ভূমিকা

সকল প্রশংসা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের জন্য, সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর।

সফর, হিজরি বারো মাসের মধ্য হতে একটি মাস। মুহাররমের পরে এ মাসের আগমন ঘটে। সফর অর্থ শূন্য, রিক্ত, খালি ইত্যাদি। কিছু আলেম বলেছেন, এ মাসে মক্কাবাসী ভ্রমণে বের হওয়ার ফলে মক্কা খালি হয়ে যেত। আর এ কারণেই মাসটির নাম রাখা হয়েছে সফর। তবে এই মাসের নাম সফর রাখার আরও একটি কারণ বর্ণিত আছে। এই মাসে আরবের এক গোত্র অন্য গোত্রের উপর হামলা চালাত। এরপর গোত্রের লোকদের থেকে সম্পত্তি ছিনিয়ে নিয়ে তাদেরকে নিঃস্ব বানিয়ে ছাড়ত। এ কারণেও মাসটিকে সফর বলা হয়।[১]

আমাদের আলোচ্য বিষয়সমূহ:

১. সফর মাস সম্বন্ধে জাহিল আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি

২. ইসলামের দৃষ্টিতে সফর মাস: জাহিলি সমাজের চিন্তার সাথে সংঘাত যেখানে

৩. সফর মাস নিয়ে মুসলিম দাবিদারদের মধ্যে বিদ্যমান বিদআত এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস

৪. সফর মাসে সংঘটিত হওয়া নবী-জীবনের সামরিক অভিযান এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

৫. সফর মাস সম্বন্ধে বর্ণিত জাল হাদিস

[১] দেখুন – লিসানুল আরব, ইবনুল মনযুর, ৪/৪৬২-৪৬৩

সফর মাস সম্বন্ধে জাহিল আরবদের দৃষ্টিভঙ্গি

জাহিলি যুগের আরববাসী সফর মাস নিয়ে দুটি মারাত্মক অপরাধ করত। প্রথম অপরাধ, এ মাস নিয়ে তারা হেলাফেলা করত; এ মাসকে তার স্বস্থান থেকে কখনো এগিয়ে নিয়ে আসত, আবার কখনো স্থগিত করে দিত। আর দ্বিতীয় অপরাধ হলো, এ মাস নিয়ে তাদের মাঝে নানা প্রকার কুসংস্কার ছিল।

ক.

আল্লাহ তা'য়ালা বছর সৃষ্টি করেছেন। প্রতি বছরে মাস হয় বারোটি। বারো মাসের মধ্যে চারটি মাসকে আল্লাহ সম্মানিত রেখেছেন। এ মাসগুলোর সম্মান বজায় রাখার জন্য মাসগুলোতে যুদ্ধ করা নিষিদ্ধ ছিল। মাসগুলো হলো, জিলকদ, জিলহজ, মুহাররম এবং রজব।

এ বিষয়টি আল্লাহর কিতাবে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন,

'নিশ্চয় আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাস বারোটি, আসমানসমূহ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান; সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না...'[২]

এ বিষয়ে মুশরিকদের জানা ছিল। তবুও তারা নিজেদের ইচ্ছামতো এ মাস বাদ দিয়ে দিত কিংবা এগিয়ে নিয়ে আসত, যেমন: মুহাররমের জায়গায় তারা হিসাব করত সফর মাস।

i) ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে,

'জাহিলি যুগে লোকেরা হজের মাসসমূহে উমরাহ পালন করাকে পৃথিবীর বুকে সর্বাপেক্ষা বড়ো অপরাধ মনে করত এবং মুহাররম মাসকে সফর মাস হিসেবে গণনা করত। তারা বলত, যখন (হজ থেকে ফেরার পর) উটের পিঠ ভালো হয়ে যাবে এবং উটের পদচিহ্ন লুপ্ত হয়ে যাবে, আর সফর মাস অতিবাহিত হবে, তখন যে ব্যক্তি উমরাহ করতে চায়, তার জন্য তা করা জায়িয হবে।'[৩]

ii) ইবনুল আরাবী বলেন, "দ্বিতীয় বিষয়: যেভাবে সফর মাস স্থগিত করা হতো,

১. ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, জুনাদাহ ইবনে আউফ ইবনে উমাইয়া আল-কিনানী প্রতি বছর এই উপলক্ষ্যে আসত এবং বলে বেড়াত, কারোরই উচিত নয় আবু ছুমামাকে নিয়ে সমালোচনা করা অথবা সে যা বলে তা পরিত্যাগ করা। আরো বলত, প্রথম বছরে সফর মাস সম্মানিত হতে পারেনি; তাই আমরা এটাকে এক বছর সম্মানিত রেখেছি এবং পরের বছর রাখিনি।

তাদের সাথে ছিল হাওয়াজিন, গাতফান এবং বনি সুলাইম গোত্র।

---

[২] সূরা তাওবা, ৯:৩৬

[৩] সহিহ বুখারী, ১৪৮৯; সহিহ মুসলিম, ১২৪০

আরেক মতানুসারে সে বলে বেড়াত, “আমরা মুহাররমকে এগিয়ে এনেছি আর সফরকে স্থগিত করেছি।” পরবর্তী বছর সে বলত, “আমরা সফরকে সম্মানিত করেছি এবং মুহাররমকে বিলম্বিত করেছি।”

এই ছিল তাদের স্থগিতকরণ।

২. কাতাদাহ বলেন, কিছু গোমরাহ ব্যক্তি ভেবেচিন্তে সফরকে সম্মানিত মাসসমূহের মধ্যে যোগ করেছে। তাদের মুখপাত্র এ উপলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে বলে, “আপনাদের রব এই বছর মুহাররমকে সম্মানিত মাস বানিয়েছেন।” আর লোকজন ঐ বছর মুহাররম মাসকে সম্মানিত মাস হিসেবে কদর করে। আবার পরবর্তী বছর সে দাঁড়িয়ে বলে, “আপনাদের রব সফরকে সম্মানিত মাস বানিয়েছেন।” তাই লোকেরা ঐ বছর সফরকে সম্মানিত মাস হিসেবে কদর করে। আর তারা বলত যে, সফর মাস দুটি। ইবনে ওয়াহাব এবং ইবনুল কাসিমও মালিক থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন। মালিক বলেছিলেন, জাহিলি যুগের লোকেরা দুটি সফর মাস হিসাব করত, তাই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, “কোনো সফর নেই।” আশ-হাবও তার থেকে এমনই বর্ণনা করেছেন।

৩. ভিন্ন এক সনদে মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন,

‘ “এই মাস পিছিয়ে দেয়ার কাজ কেবল কুফরির মাত্রা বৃদ্ধি করে...”[৪]

তারা দুই বছর জিলহজ মাসে হজ পালন করত, তারপরের দুই বছর মুহাররমে হজ পালন করত, এরপরের দুই বছর হজ পালন করত সফর মাসে। এভাবে তারা দুই বছর পর পর মাস পরিবর্তন করে প্রতি মাসে হজ আদায় করত। এরপর আবু বকর যিলকদ মাসে হজ আদায় করেন, সবশেষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিলহজ মাসে হজ আদায় করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুতবায় বলেন, সহিহ হাদিস অনুযায়ী,

‘সময়ের একটি চক্র সম্পন্ন হয়েছে এবং আল্লাহ যেদিন আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছেন সেদিনের গঠনে ফিরে গেছে।’

হাদিসটি ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্যরা বর্ণনা করেছেন।

নিম্নোক্ত হাদিসটিও তাঁর থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন,

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, হে লোকসকল, আমি কী বলি তা শোনুন। আমি জানি না এ দিনের পরে আর কখনও এই স্থানে আপনাদের সাথে মিলিত হতে পারব কি না।

হে লোকসকল, আপনাদের রক্ত ও আপনাদের সম্পদ কিয়ামতের দিন পর্যন্ত পবিত্র, যেমনিভাবে আজকের এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে পবিত্র। আপনারা আপনাদের রবের সাথে সাক্ষাত করবেন, আর তিনি আপনাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

কারো কাছে যদি কোনো আমানত রক্ষিত থাকে, তাহলে সে যেন তা আমানতকারীর কাছে পৌঁছে দেয়। আজ থেকে সব ধরনের সুদ রহিত করা হলো। কেবল মূলধনের ওপর আপনাদের অধিকার থাকবে। আপনারা অন্যের ওপর

[৪] সূরা তাওবা, ৯:৩৭

অত্যাচার করবেন না, নিজেরাও অত্যাচারিত হবেন না। আল্লাহর হুকুম হলো, কোনো সুদ থাকবে না। সর্বপ্রথম আমি আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ রহিত করছি।

জাহিলি যুগের সাথে সম্পর্কিত সব রক্তমূল্য নিষিদ্ধ করা হলো। প্রথমে আমি আমার বংশের পক্ষ থেকে রবিয়া বিন হারেস বিন আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবী প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। সে বনি লাইস গোত্রে দুধ পান করেছিল, আর হুযাইল তাকে হত্যা করেছে।

হে লোকসকল! আজকের পর আপনাদের ভূখণ্ডে শয়তান তার উপাসনার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কিছু ব্যাপার, যেগুলোকে আপনারা বড়ো পাপ মনেই করেন না, সেগুলোতেও শয়তানের অনুসরণ করলে সে খুশি হবে। তাই আপনাদের দ্বীন নিয়ে শয়তানের ব্যাপারে সচেতন থাকবেন।

(সম্মানিত মাসের) স্থগিতকরণ প্রকৃতপক্ষে কুফুরির মাত্রা বৃদ্ধি করে, যার দ্বারা কাফিররা পথভ্রষ্ট হয়... সময় একটি চক্র সম্পন্ন করেছে এবং আল্লাহ যেদিন পৃথিবী ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, সেদিনের অবস্থায় ফিরে গেছে। আল্লাহর কাছে মাস বারোটি। এর মধ্যে চারটি হলো সম্মানিত। পরপর তিনটি মাস এবং রজব মাস, রজব মাসটি জুমাদা এবং শা'বান মাসের মাঝামাঝিতে আসে..."

...এরপর তিনি হাদিসের বাকি অংশ উল্লেখ করেছেন।[৫]

খ.

সফর মাস নিয়ে কিছু কুসংস্কার জাহিলি যুগের লোকদের মাঝে প্রচলিত ছিল। এখনও মুসলিম দাবিদার কিছু লোকের মাঝে এগুলো বিদ্যমান।

আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"ছোঁয়াচে রোগ (কোনো রোগ নিজের ক্ষমতায় সংক্রমিত হতে পারে না) বলতে কিছু নেই, কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই, পেঁচার ডাকে ও সফর মাসেও অশুভ কিছু নেই। আর কুষ্ঠরোগী থেকে দূরে থাক, যেভাবে তোমরা সিংহ থেকে দূরে থাক।"[৬]

শাইখ ইবনে উসাইমিন রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, "'সফর' শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা যায়,

১. শব্দটি তারা সুপরিচিত সফর মাস উদ্দেশ্য হতে পারে, যে মাসটি নিয়ে আরবরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিল।

২. শব্দটা উটের পাকস্থলীর রোগকে নির্দেশ করতে পারে; যে রোগ এক উট থেকে আরেক উটে ছড়িয়ে পড়ে। হতে পারে এটা ছোঁয়াচে রোগের সাথে সম্পর্কিত করে সাধারণভাবে উল্লেখ করার পাশাপাশি, বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[৫] আহকামুল কুরআন, ২/৫০৩-৫০৪

[৬] সহিহ বুখারী, ৫৩৮৭; সহিহ মুসলিম, ২২২০

৩. ‘সফর’ শব্দটি দ্বারা সফর মাস বুঝানো হয়েছে; আর এখানে এটি সম্মানিত মাসসমূহের স্থগিতকরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। কাফিররা সম্মানিত মাসসমূহ অদলবদল করত; এক বছর যদি সফরকে রাখত সম্মানিত মাস হিসেবে, তো পরের বছর আর রাখত না।

উপরোক্ত এই মতগুলোর মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতটি হলো, সফর দ্বারা এখানে সফর মাস উদ্দেশ্য। এ মাস নিয়ে জাহিলি যুগে নানা কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। অথচ সময় (মানুষের জীবনে) কোনো প্রভাব ফেলে না এবং এর কোনো প্রভাব আছে মর্মে আল্লাহ তা’য়ালা কখনও নির্দেশও দেননি। অন্য যেকোনো মাসের মতো, সফর মাসেও ভালো কিংবা মন্দ কিছু হতে পারে।

যদি সফর মাসের ২৫ তারিখে বিশেষ কোনো কাজ সম্পন্ন হয়, তবে কিছু লোক এই দিনকে নোট করে রেখে বলে, “উত্তম মাস সফরের ২৫ তারিখে এটা শেষ হয়েছে।” এই কাজটি হবে একটি বিদআত দূর করতে গিয়ে আরেকটি বিদআত নিয়ে আসার মতো। কেননা, ভালো অথবা খারাপ কোনো মাস নেই।

তাই সালাফদের কয়েকজন ঐ ব্যক্তিদের সমালোচনা করেছেন যারা কোনো পেঁচার ডাক শুনলে বলে, “এটা ভালো ইনশাআল্লাহ।” অথচ এটা অন্য যেকোনো পাখির মতোই একটি পাখির আওয়াজ মাত্র। এখানে ভালো কিংবা খারাপের কিছু নেই।

উপরোল্লিখিত হাদিসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে চারটি বিষয় প্রত্যাখ্যান করেছেন, তা থেকে বুঝা যায় যে, আমাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ তা’য়ালার উপর বিশ্বাস রাখতে হবে। আর এ ব্যাপারে সত্যবাদী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে।

যদি কোনো মুসলিম পেঁচার ডাকের মতো এ ধরনের কোনো বিষয়ে মনোযোগ দেয়, তবে নিম্নোক্ত ঘটনার কোনো একটা তার ক্ষেত্রে ঘটবে:

হয় সে সামনে আগাবে না-কি বিরত থাকবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগুলোতে মনোযোগ দেবে। এর মানে হলো, সে তার কাজের ব্যাপারে এমন কিছুর উপর নির্ভর করল যা সত্য নয়।

অথবা সে সামনে আগাবে না-কি বিরত থাকবে, এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য এগুলোতে মনোযোগ দেবে না। তবে এ অবস্থাতেও সে দুঃশ্চিন্তা বা বিষণ্নতা অনুভব করবে। যদিও এটা প্রথম ঘটনার মতো খারাপ নয়; তবে এ জিনিসগুলোতে একেবারেই মনোযোগ দেওয়া উচিত নয়। বরং তার উচিত কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা।

এই চারটি জিনিসকে অস্বীকার করার মানে এই না যে এগুলোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হচ্ছে; কেননা এদের অস্তিত্ব তো অবশ্যই আছে। এখানে বরং কোনো কিছুর উপর এদের কোনো প্রকার প্রভাবকে অস্বীকার করা হচ্ছে। কারণ কেবল একজনই সবকিছুকে প্রভাবিত করতে পারেন; আর তিনি হলেন আল্লাহ। যদি এমন কোনো কারণ থাকে যার প্রভাব রয়েছে বলে জানা যায়, তবে সেটা হলো প্রকৃত কারণ; আর নিছক অনুমাননির্ভর কোনো কারণ হলো মিথ্যা কারণ। তাই, আমরা এর প্রভাবকে অস্বীকার করি এবং এর কোনো প্রভাব নেই বলে ঘোষণা দিই।”[৭]

[৭] মাজমু ফাতওয়া আল-শাইখ ইবনে উসাইমিন, ২/১১৩, ১১৫

ইসলামের দৃষ্টিতে সফর মাস: জাহিলি সমাজের চিন্তার সাথে সংঘাত যেখানে

বিগত অধ্যায়ে আমরা আবু হুরাইরাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত একটি হাদিস সহিহাইনের সনদে উল্লেখ করেছি। যেখানে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, সফর মাস নিয়ে জাহিলি যুগের মানুষের যে বিশ্বাস তা নিন্দনীয়। আরো বলা হয়েছে, এটি আল্লাহর মাসসমূহের মধ্যে একটি মাস কেবল এবং এর কোনো আলাদা বিশেষত্ব নেই, আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে এটা স্বাভাবিকভাবেই চলে যায়।

[আশা করা যায়, গত অধ্যায়ের আলোচনাতেই সফর মাস নিয়ে জাহিলি সমাজের চিন্তার সাথে ইসলামের চিন্তার পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়েছে। তাই লেখক এ অধ্যায়ে আর বিস্তারিত আলোচনা করেননি।—অনুবাদক]

সফর মাস নিয়ে মুসলিম দাবিদারদের মধ্যে বিদ্যমান বিদআত এবং ভ্রান্ত বিশ্বাস

ক. স্থায়ী কমিটিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল:

> আমাদের দেশের কিছু আলেমগণের দাবি হলো, সফর মাসের শেষ বুধবারে সালাতুত দোহার সময় নফল সালাত আদায় করতে হবে। এ সালাত এক তাসলিমের (সালাম) সাথে চার রাকআত আদায় করতে হয়। প্রত্যেক রাকআতে সূরা ফাতিহা, সূরা কাউসার ১৭ বার, সূরা ইখলাস ৫০ বার, *মি'ওয়াযাতাইন* (কুরআনের শেষ দুই সূরা) একবার করে তেলাওয়াত করতে হবে। প্রত্যেক রাকআতেই এভাবে পড়তে হবে, তারপর সালাম ফেরাতে হবে। আর সালাম ফেরানোর সময় নিম্নোক্ত আয়াতটি ৩৬০ বার পড়তে বলা হয়:
>
> وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ
>
> **অর্থ:** আল্লাহ নিজ কাজে প্রবল থাকেন, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।[৮]
>
> এরপর তিনবার *জাওহার আল-কামাল* পড়ে নিম্নোক্ত আয়াতগুলো তেলাওয়াত করার মাধ্যমে শেষ করবে,
>
> سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّـهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
>
> **অর্থ:** পবিত্র আপনার পরওয়ারদেগারের সত্তা, তিনি সম্মানিত ও পবিত্র যা তারা বর্ণনা করে তা থেকে। পয়গম্বরগণের প্রতি সালাম বর্ষিত হোক। সমস্ত প্রশংসা বিশ্বপালক আল্লাহর নিমিত্ত।[৯]
>
> তারা বলেন যে, সফর মাসের শেষ বুধবারে যে বিপর্যয় নেমে আসে, তা প্রতিরোধেই বিশেষভাবে এই আয়াত নাযিল হয়েছে। এদিন তারা গরিবদেরকে দানও করে থাকেন।

---

[৮] সূরা ইউসুফ, ১২:২১

[৯] সূরা সাফফাত, ৩৭:১৮০-১৮২

তারা বলেন, প্রতি বছর ৩২০০০০ বিপর্যয় নেমে আসে; আর এসবগুলোই নামে সফর মাসের শেষ বুধবারে। তাই এদিনটি সমগ্র বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ দিন। তবে যে ব্যক্তি উপরোক্ত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করবে, আল্লাহ তাঁর কুদরতের মাধ্যমে ঐ ব্যক্তিকে এসকল বিপর্যয় থেকে হেফাজত করবেন। এসব বিপর্যয় ঐ ব্যক্তির ধারে-কাছেও আসবে না। আর ছোটো বাচ্চাদের মতো যারা উপরোক্ত পদ্ধতিতে সালাত আদায় করবে না, তাদেরকেই এসব বিপর্যয় আক্রান্ত করবে।

এই বিষয়টি কি সঠিক?

জবাবে কমিটির আলেমগণ বলেন:

সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'য়ালার জন্য। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূলের উপর, তাঁর পরিবারবর্গ এবং সাহাবীদের উপর।

কুরআন অথবা সুন্নাহতে প্রশ্নে উল্লেখিত নফল সালাত আদায়ের কোনো অস্তিত্ব আছে বলে আমাদের জানা নেই। এই উম্মাহর সালাফ অথবা পুণ্যবান খালাফদের মধ্য থেকে কোনো একজনও এই নফল সালাত আদায় করেছেন বলে কোনো প্রমাণ আমাদের কাছে নেই। বরং এটা একটা নিন্দনীয় বিদআত।

বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন:

"যেকেউ এমন কোনো কাজ করবে, যার ব্যাপারে আমাদের দ্বীনের নির্দেশনা নেই, তবে তা পরিত্যাজ্য।"

তিনি আরো বলেছেন:

"যেকেউ আমাদের দ্বীনে নতুন কিছু আবিষ্কার করবে যা এই দ্বীনের অংশ নয়, তবে তা পরিত্যাজ্য।"

এখন কেউ যদি উল্লিখিত সালাত এবং অন্যান্য আমলগুলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অথবা সাহাবা রাদিয়াল্লাহু আনহুমের কারো সাথে সম্পৃক্ত করে, তবে তা হবে একটা মনগড়া গুরুতর মিথ্যাচার। আর আল্লাহ তাকে মিথ্যাচারের জন্য তার প্রাপ্য শাস্তি দেবেন।[১০]

খ. শায়েখ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুস সালাম আল-শোকায়রি বলেছেন:

'সফর মাসের শেষ বুধবারে অজ্ঞরা সালাম সম্পর্কিত আয়াতগুলো, যেমন-

سَلَامٌ عَلَىٰ نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ

অর্থ: বিশ্ববাসীর মধ্যে নূহের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক।[১১]

[১০] ফাতওয়া আল-লাজনাহ আল-দায়িমাহ, ২/৩৫৪

[১১] সূরা সাফফাত, ৩৭:৭৯

এরকম আয়াতগুলোকে তারা লিখে; তারপর এটা পানিভর্তি পাত্রে রেখে পান করে থাকে। আর আশা করে যে, এর থেকে বরকত হাসিল হবে। এটা তারা অন্যদেরকে হাদিয়াও দিয়ে থাকে। কেননা তাদের বিশ্বাস, এটা বিপর্যয় থেকে হেফাজত করবে। তাদের এই বিশ্বাস একটা ভ্রান্ত বিশ্বাস। এটা একটা নিকৃষ্ট কুসংস্কার ও নিন্দনীয় বিদআত। যেকেউ এই বিদআত দেখতে পাবে, তাকে অবশ্যই এ কাজের সমালোচনা করতে হবে।'[১২]

সফর মাসে সংঘটিত হওয়া নবী-জীবনের সামরিক অভিযান এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি

সফর মাসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশকিছু সামরিক অভিযান পরিচালনা করেছেন। কিছু বেদনাদায়ক ঘটনারও সাক্ষী এই সফর মাস। নবী-জীবনের সফর মাসে ঘটা এসব ঘটনার মধ্য থেকে কয়েকটি ঘটনা আমরা নিচে উল্লেখ করছি:

ক.

হিজরতের পর বারোটি মাস অতিবাহিত হয়েছে। তখন দ্বিতীয় হিজরির সফর মাস। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের পথরোধ করার জন্য একটি অভিযান পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি নিজেই এই অভিযানে মুসলিম বাহিনীর সাথে বেরিয়ে পড়েন। এই প্রথম তিনি সশরীরে কোনো অভিযানে অংশ নিলেন। তাঁর অনুপস্থিতিতে সা'দ বিন উবাদাহ রাদিয়াল্লাহু আনহুকে মদিনার দায়িত্বে নিযুক্ত করলেন। এ অভিযানে মুসলিম বাহিনীর পতাকা ছিল সাদা, আর তা বহন করছিলেন হামজা বিন আব্দুল মুত্তালিব রাদিয়াল্লাহু আনহু। ইতিহাসে এটি গাজওয়ায়ে আবওয়া বা ওয়াদ্দান[১৩] নামে পরিচিত। অবশ্য এ অভিযানে কোনো যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি।

অভিযানের সময় মাখশি ইবনে আমর আল-দোমারির সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শান্তি চুক্তি করেন। মাখশি ছিলেন তৎকালীন বনি দোমরাহ গোত্রের নেতা। চুক্তির শর্ত ছিল, মুসলিমরা বনি দোমরাহকে আক্রমণ করবেন না; আর বনি দোমরাও মুসলিমদেরকে আক্রমণ করবে না, মুসলিমদেরকে আক্রমণ করতে কখনোই কোনো দলে যোগ দেবে না এবং মুসলিমদের বিরুদ্ধে কোনো শত্রুকে কখনও সাহায্য করবে না। চুক্তিটি লিপিবদ্ধ করা হয়। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ১৫তম রাতে ঐ স্থান ত্যাগ করেন।[১৪]

---

[১২] আস-সুনান ওয়াল-মুবতাদাআত, পৃষ্ঠা: ১১১,১১২

[১৩] ওয়াদ্দান হচ্ছে মক্কা ও মদীনার মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। এটি রাবেগ হতে মদিনা যাওয়ার পথে ২৯ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। আবওয়া হচ্ছে ওয়াদ্দানেরই নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম।

[১৪] যাদুল মাআদ, ৩/১৬৪,১৬৫

খ.

৪র্থ হিজরির সফর মাস। আদল এবং কারাহ গোত্রের কিছু লোক এলো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে। তারা নবীজিকে বলল, তাদের মধ্যে কিছু মুসলিম আছে। তো তাদেরকে ইসলাম ও কুরআন শিক্ষা দেওয়ার জন্য কাউকে তাদের সাথে পাঠালে ভালো হয়। তাই, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৬ জন মতান্তরে ১০ জন [১৫] সাহাবিকে তাদের সাথে পাঠালেন। আর মারসাদ ইবনে আবু মারসাদ আল-গানাভিকে তাঁদের আমির বানিয়ে দিলেন। এ দলের একজন ছিলেন খুবাইব ইবনে আদি।

সাহাবিরা ঐ লোকদের সাথে চলতে লাগলেন। চলতে চলতে 'রাযি' নামক ঝরনার কাছে পৌঁছালে লোকগুলো সাহাবিদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করল। 'রাযি' ছিল হিজাযের হুজাইল গোত্রের পানির উৎস। বিশ্বাসঘাতকরা সাহাবিদের বিরুদ্ধে হুজাইল গোত্রের সাহায্য প্রার্থনা করল। তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে গোত্রটির লোকেরা এসে সাহাবিদের ঘিরে ফেলে।

তারা সাহাবিদের অধিকাংশকেই শহিদ করে দেয় এবং খুবাইব ইবনে আদি ও যায়েদ ইবনুল দাছিনাহকে বন্দি করে। এ দুজনকে নিয়ে যায় মক্কায়। সেখানে তাঁদেরকে বিক্রি করে দেয়। কেননা, সাহাবিরা বদর যুদ্ধে কতিপয় কুরাইশ নেতাকে হত্যা করেছিলেন।[১৬]

গ.

একই মাসে তথা ৪র্থ হিজরির সফর মাসেই বিরে মাউনার (মাউনার কূপ) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। নিচে সেই ঘটনা উল্লেখ করা হলো:

আবু বারাআ আমির ইবনুল মালিক মদিনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসেছিলেন। লোকটি মুলায়েবুল আসিন্নাহ নামেও পরিচিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ইসলামের দাওয়াত দেন। কিন্তু তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি, আবার একেবারে বিমুখও হননি। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কেন নজদবাসীদের কাছে দ্বীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্য আপনার সাহাবিদের পাঠাচ্ছেন না? আমি আশা করি নজদবাসী আপনার দাওয়াত গ্রহণ করবে।'

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আমার আশংকা হয়, নজদবাসী তাঁদের (সাহাবিদের) আঘাত করবে।'

আবু বারাআ বললেন, 'তাঁরা আমার নিরাপত্তায় থাকবেন।'

---

[১৫] ইবনে ইসহাকের মতে ৬জন, আর বুখারীর মতে ১০ জন সাহাবিকে তাদের সাথে পাঠানো হয়।

[১৬] যাদুল মাআদ, ৩/২৪৪

তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে একদল সাহাবিকে পাঠালেন। ইবনে ইসহাকের মতে এ দলে ৪০ জন সাহাবী ছিলেন, আর সহীহ মতানুসারে ঐ দলে সাহাবি ছিলেন ৭০ জন। মুনজির ইবনে আমরকে দলটির আমির বানিয়ে দেওয়া হয়। মুনজির ছিলেন মুআন্নাক নামে পরিচিত বনি সায়িদাহ গোত্রের লোক।

দলটির সবাই ছিলেন সর্বোত্তম, সর্বাধিক গুণান্বিত এবং শীর্ষস্থানীয় সাহাবিদের অন্তর্ভুক্ত। তাঁরা যাত্রা শুরু করে বিরে মাউনা নামক কূপের কাছে গিয়ে থামলেন। এ কূপটি বনি আমির এবং বনি সুলাইমের হাররার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত ছিল। সেখানে তাঁরা তাবু স্থাপন করলেন।

তারপর উম্মে সুলাইমের ভাই হারাম ইবনে মিলহানকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি চিঠিসহ আল্লাহর শত্রু আমির ইবনুল তুফায়েলের কাছে পাঠানো হয়। আল্লাহর শত্রু আমির চিঠিটি না পড়েই এক ব্যক্তিকে হারামের পেছন দিকে বর্শা দ্বারা আঘাত করতে ইশারা দেয়। তার ইশারায় হারাম রাদিয়াল্লাহু আনহুকে আঘাত করা হয়। তিনি নিজ দেহের রক্ত দেখতে পেয়ে বললেন, “কাবার রবের শপথ, আমি সফল হয়ে গেছি।”

তখন আল্লাহর শত্রু আমির বাকি মুসলিমদেরকেও হত্যা করার জন্য বনু আমিরকে আহ্বান করে। তবে তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করে। কেননা, সাহাবিগণ আবু বারাআর নিরাপত্তায় ছিলেন। তারপর সে বনি সুলাইমকে আহ্বান জানালে আসিয়াহ, রে’ল এবং যাকওয়ান নামক গোত্রগুলো তার আহ্বানে সাড়া দেয়। তারা এসে আল্লাহর রাসূলের সাহাবিদেরকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। সাহাবিরা মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বীরদর্পে যুদ্ধ করে যান এবং সবাই একসময় শাহাদাতবরণ করেন; কেবল কা’ব ইবনে জায়েদ ইবনে নাজ্জার জীবিত ছিলেন। তাঁকে শহিদদের মধ্যে আহতাবস্থায় পাওয়া যায়। পরবর্তীতে তিনি খন্দকের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করার আগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন।

ওদিকে আমর ইবনে উমাইয়া আল দুমারি এবং মুনজির ইবনে উকবা ইবনে আমির সেখানে মুসলিমদের পশুগুলো দেখাশোনা করছিলেন। পাখি উড়তে দেখে তারা যুদ্ধের ময়দানে গিয়ে পৌঁছান।

মুনজির ইবনে মুহাম্মাদ এসে কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন এবং একসময় শাহাদাতবরণ করেন, মিলিত হন তাঁর শহিদ সাথীবর্গের সাথে। আর আমর ইবনে উমাইয়া আল-দুমারিকে শত্রুরা বন্দী করে নিয়ে যায়। আমর ইবনে উমাইয়া তাদের বললেন যে, তিনি মুযার গোত্রের লোক। তখন আল্লাহর শত্রু আমির তার মাথামুণ্ডন করে নেয়, আর আমর ইবনে উমাইয়াকে মুক্ত করে দিয়ে তার মায়ের পক্ষ থেকে একটি দাস আজাদ করার অঙ্গীকার পূরণ করে।

মুক্ত হয়ে আমর ইবনে উমাইয়া মদীনার দিকে রওয়ানা হন। পথিমধ্যে কানাত উপত্যকার প্রান্তভাগে অবস্থিত কারকারা নামক স্থানে পৌঁছে একটি গাছের ছায়ায় বিশ্রাম নেন। এসময় বনি কিলাবের দুইজন লোকও তাঁর সাথে বিশ্রাম নেয়। তারা ঘুমিয়ে পড়লে আমর ইবনে উমাইয়া রাদিয়াল্লাহু আনহু তাদেরকে হত্যা করে ফেলেন। তিনি ভেবেছিলেন, এদেরকে হত্যা করে তাঁর শহিদ সাথীদের পক্ষ থেকে প্রতিশোধ নিয়েছেন। কিন্তু তাঁর জানা ছিল না যে, এ ব্যক্তিদ্বয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে চুক্তিবদ্ধ ছিল। তিনি মদিনায় ফিরে এসে ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জানান। তখন নবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, “তুমি এমন দুজনকে হত্যা করেছ যাদের দিয়্যাত (রক্তমূল্য) অবশ্যই আমাকে পরিশোধ করতে হবে।”[১৭]

ঘ.

মুহাররম মাসের শেষ দিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাইবার অভিমুখে যাত্রা করেন। আর খাইবার বিজয় করেন সফর মাসে।[১৮]

ঙ.

খাসআম গোত্রের উদ্দেশে কুতবা ইবনে আমির ইবনে হাদিদার অভিযান। নবম হিজরীর সফর মাসে এটি পরিচালিত হয়। ইবনে সা’দ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুতবা ইবনে আমিরের নেতৃত্বে ২০জন সাহাবির একটি দলকে তিবালা অঞ্চলে খাসআম গোত্রের একটি শাখার উদ্দেশে পাঠান। আর তাঁদেরকে আক্রমণের আদেশ দিয়ে দেন। সাহাবিদের সাথে ছিল দশটি উট, যার উপর তাঁরা পালাক্রমে আরোহণ করতেন।

সাহাবিগণ এক লোককে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। কিন্তু লোকটি কিছু না বলে চিৎকার শুরু করে দেয়। অন্যদেরকে সতর্কবার্তা জানাতে থাকে। তাই সাহাবিগণ তাকে হত্যা করে ফেলেন। এরপর কাফিররা ঘুমাতে যাওয়ার আগ পর্যন্ত তাঁরা অপেক্ষা করতে থাকেন।

কাফিররা ঘুমাতে যাওয়ার পরই সাহাবিগণ হামলা চালানো শুরু করেন। শুরু হয়ে যায় তুমুল যুদ্ধ, উভয় পক্ষেই হতাহতের ঘটনা ঘটে। কুতবাহ ইবনে আমিরও শাহাদাতবরণ করেন। তবে মুসলিমগণ কিছু গবাদি পশু, ভেড়া এবং মহিলা নিয়ে মদিনায় পৌঁছাতে সক্ষম হন।

বর্ণিত আছে যে, কাফিররা পুনরায় সংগঠিত হয়ে সাহাবিদের পিছু নিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা’য়ালা কাফির এবং মুসলিমদের মাঝে জলপ্লাবন সৃষ্টি করে দেন। তাই মুসলিমরা সহজেই ভেড়া, বকরি এবং বন্দিদের নিয়ে যেতে সক্ষম হন, আর কাফিরদের তা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। সাহাবিগণ চলে যাওয়ার আগ পর্যন্ত কাফিররা জলপ্লাবন অতিক্রম করতে পারেনি।[১৯]

চ.

নবম হিজরীর সফর মাসে উযরাহ গোত্রের একদল প্রতিনিধি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসেন। এ দলে ছিলেন ১২ জন লোক। জামরাহ ইবনুল নুমানও তাঁদের একজন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

---

[১৭] যাদুল মাআদ, ৩/২৪৬-২৪৮

[১৮] যাদুল মাআদ, ৩/৩৩৯-৩৪০

[১৯] যাদুল মাআদ, ৩/৫১৪

আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। জবাবে তাঁদের একজন বললেন, “আপনি আমাদের চিনতে পারার কথা। আমরা বনি উযরাহের লোক। মাতৃসূত্রের দিক থেকে কুসাইয়ের ভাই। আমরা কুসাইয়ের সমর্থনকারী, আর খুজাআহ ও বনি বকরকে মক্কা উপত্যকা থেকে উৎখাতকারী। আমাদের আত্মীয়স্বজন ও পরিবার রয়েছে।”

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, “আপনাদেরকে স্বাগত। আমি আপনাদের ভালোভাবেই চিনি।”

অতঃপর তাঁরা মুসলিম হয়ে যান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে শাম (সিরিয়া) বিজয়ের সুসংবাদ দান করেন এবং হেরাক্লিয়াস তার দেশের একটি সুগঠিত অংশ ছেড়ে পলায়ন করবে মর্মে সুসংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁদেরকে গণকদের কাছে পরামর্শ চাইতে নিষেধ করেন, আর ঐসকল কুরবানি করতে নিষেধ করেন যা তাঁরা (মুশরিক থাকাকালীন) করতেন। তাঁদেরকে বলে দেন যে, কেবল ঈদুল আযহার কুরবানি করাই তাঁদের জন্য ওয়াজিব।

তাঁরা রামলাহে কিছুদিন অবস্থান করেন, এরপর নিজ গোত্রের কাছে ফিরে যান।[২০]

সফর মাস সম্বন্ধে বর্ণিত জাল হাদিস

ইবনুল কায়্যিম রহিমাহুল্লাহ বলেন,

‘ভবিষ্যত ঘটনার তারিখ সম্পর্কিত হাদিসের অধ্যায়।

এমনসব হাদিসও এখানে আছে যেগুলোতে কোন দিনে কী ঘটবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ: “এই বছরে এমন এবং এমন ঘটনা ঘটবে।” অথবা “এই মাসে এমন এবং এমন ঘটনা ঘটবে।”

এ ধরনের কিছু চরম মিথ্যা কথা হলো, “যখন মুহাররমে চন্দ্রগ্রহণ হবে, তখন দ্রব্যমূল্যের দাম বৃদ্ধি পাবে, যুদ্ধ হবে এবং শাসকরা জনগণের বিষয়গুলো থেকে দূরে সরে যাবে। আর যখন সফর মাসে চন্দ্রগ্রহণ হবে, তখন এই এই ঘটনা ঘটবে...” মিথ্যাবাদীরা সকল মাসসমূহ নিয়েই এমন আরও কথা বলেছে। এই ধরনের সকল হাদিস জাল এবং বানোয়াট।’[২১]

---

[২০] যাদুল মাআদ, ৩/৬৫৭

[২১] আল-মানারুল মুনিফ, পৃষ্ঠা:৬৪